যুগান্তর

তারিখ 19 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ...

জাহাঙ্গীরনগরে ফের অচলাবস্থা

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

উপাচার্য ড. মো. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির ধর্মঘটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত আবারও অচল হয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ শিক্ষক ক্লাস নেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আবারও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। উল্লেখ্য, আগের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবিরের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চার মাস প্রায় অচল থাকার পর গত বছর মে মাসে উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনের নিয়োগের মধ্য দিয়ে বিরাজমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটে। আট মাস না যেতেই বর্তমান উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া কোনক্রমেই কাম্য নয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আবাসিক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে চিকিৎসার অভাবে তার মৃত্যু হয় বলে দাবি তুলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার, উপাচার্য ও শিক্ষকদের বাসায় ব্যাপক হামলা ও ভাংচুর চালায়। উপাচার্য এ হামলার পেছনে জামায়াত-শিবিরের অংশগ্রহণ ছিল বলে গণমাধ্যমে বক্তব্য দিলে ক্ষুব্ধ হন শিক্ষকরা। তারা তিনির বক্তব্যের বিরোধিতা করে তার পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা দেন। শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে উপাচার্য একপর্যায় পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পরে সব ছাত্রসংগঠনের নেতাদের অনুরোধে তিনি তার পদত্যাগের ঘোষণা পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দেন। এদিকে ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক সমিতিকে বর্জনের ঘোষণা দেয়। অর্থাৎ আবারও ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির বলি হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। কারণ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হলে বাড়বে সেশনজট। এতে আর্থিক চাপ পড়বে মূলত অভিভাবকদের ওপর। ইতিপূর্বে বুয়েটসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়েছিল একই অচলাবস্থা। এর পরিণতি সুখকর ছিল না।

বস্তুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি। বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় লেজুড়বৃত্তির দলীয় রাজনীতি এবং বিদ্যমান উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন না হলে এ ধরনের জটিলতা চলতেই থাকবে। যখন যারা ক্ষমতায় আসেন, তারা রাজনৈতিক বিবেচনায় তাদের পছন্দমতো উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে থাকেন। স্বভাবতই ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠন পেয়ে থাকে উপাচার্যের আনুকূল্য। ওই ছাত্র সংগঠনেরও সমর্থন থাকে তিনির প্রতি। উপাচার্যের দলবাজি প্রায়ই সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপে রূপ নেয়। তবে শেষ পর্যন্ত তা উপাচার্যের জন্যই বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন ঘটনার দায় শেষ পর্যন্ত সরকারের ওপরই বর্তায়। সরকার এটা অনুধাবন করবে কি? আমরা চাই, দেশের অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রটি থাকুক দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। উপাচার্য নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার যে সংস্কৃতি চালু আছে, তার অবসান ঘটাতে হবে অবিলম্বে। শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে দেখা দেয়া অচলাবস্থার অবিলম্বে অবসান হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।